# একটি বটগাছের আত্মকথা

কেন তোমরা আমায় ডাকো? আমি তো বিদায় বেলার ভৈরবী! এই যাওয়ার মুহূর্তে হঠাৎ কেন ভিড় জমালো আমার পাশে? জানো ওরা বলছে, আমায় জীবনদান করতে হবে। কারণ, আমার ওপর দিয়ে নাকি জাতীয় সড়ক তৈরী হবে। আর হেঁয়ালি নয়। আমার পরিচয় আর অজানা রাখবো না তোমাদের কাছে। হ্যাঁ, আমি শতাব্দীপ্রাচীন এক বটগাছ। আমার জীবনকাহিনী শুনলে আশ্চর্য হবে তোমরা। অতীত ইতিহাসের নীরব সাক্ষী আমি। স্মৃতি রোমন্থনই আজ আমার একমাত্র কাজ। সুদীর্ঘ আমার এই জীবন-ইতিহাসে কত কারো কত উত্থান কত পতন দেখলাম। দেশবিভাগের যন্ত্রণায় কাঁদতে দেখলাম সকলকেই। কত রক্তের বিনিময়ে যে স্বাধীনতা চুক্তি হলো তার ফলে কার কি লাভ-ক্ষতি হলো জানি না, তবে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম পুনরায় হলো না বলে হাজার হাজার মানুষের প্রাণ বেঁচে গেল মৃত্যুর হাত থেকে। জানো, উত্তপ্ত নিদাঘ মধ্যাহ্নে কিংবা অবিশ্রান্ত বর্ষণে কত অসহায় মানুষের, গবাদি পশুর, পাখির,

কীটপতঙ্গের সহায় হয়ে আমি এতকাল দাঁড়িয়ে আছি?
বিভিন্ন মেলা, সমাবেশ, উৎসব, অনুষ্ঠানের আয়োজন
আমার ছায়ায় করে তোমরা তোমাদের একঘেয়েমি
থেকে মুক্তি পেয়েছ। পরিবর্তে আমায় কি দিয়েছ?
সত্যি, কৃতজ্ঞতাবোধ নামক অনুভূতিটি কি তোমরা
একেবারেই জীবন থেকে মুছে ফেললে? থাক তবে।
আমার ক্ষোভ, আমার অভিমান আমারই থাক।
অস্বীকার করতে পারবে এই অমোঘ বাণী?

"নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান -
ক্ষয় নাই, তার ক্ষয় নাই।"